তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ভিসি প্রোভিসি ॥ হার্ডকোরের লোক খুঁজছে বিএনপি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্যসহ গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য সরকার 'হার্ডকোর বিএনপি'র লোক খুঁজতে শুরু করেছে। প্রচণ্ড ছাত্র বিক্ষোভের কারণে উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর ড. নজরুল ইসলামের পদত্যাগের পর প্রথম নিয়োগই দেয়া হয়েছে এই ঘরানার এক

(২: পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

ভিসি প্রোভিসি

(প্রথম পাতার পর)

শিক্ষককে। সরকারের হস্তক্ষেপে ইতোমধ্যে প্রক্টর পদে নিয়োগ পেয়েছেন কট্টর সাদা হিসাবে পরিচিত সমাজকল্যাণ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এএসএম আতিকুর রহমান। তিনি বিএনপিপন্থী বুদ্ধিজীবী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদের জামাতা। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর পদে সাধারণত অধ্যাপক পদের শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম হয়েছে। কারণ, পদে অধ্যাপক না হলেও নবনিয়োগপ্রাপ্ত প্রক্টর আতিকুর রহমানের বিএনপির প্রতি আনুগত্য প্রশ্নাতীত। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাই নয়, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো নিয়ন্ত্রণ ছাত্রশিবির নিয়ে নিয়েছে। এসব জায়গায় ছাত্রশিবির ছাত্রদলকে ইতোমধ্যে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। শিক্ষক রাজনীতিতেও জামায়াতপন্থীদের প্রভাব অনেক বেড়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও জাতীয় নির্বাচনের পর জামাতপন্থী শিক্ষকরা আরও সংগঠিত হয়েছে। এদের চাপের কারণেই টিএসসিতে সাংস্কৃতিক তৎপরতা প্রায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ক্যাম্পাসে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে ছাত্রছাত্রীদের কথা বলতে গেলে যেমন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিতে হতো, এখনও তাই হচ্ছে। মুক্তবুদ্ধির চর্চা বন্ধেরও নানা ষড়যন্ত্র চলছে। এ সবই হচ্ছে জামায়াতী প্রভাবের কারণে। একটি সূত্র জানায়, সম্প্রতি সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত চালিয়ে দেখেছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি হলের মধ্যে আন্তর্জাতিক হল বাদে সব হলেই প্রচুর শিবিরকর্মী অবস্থান করছে। শুধু তাই নয়, ক্যাম্পাসের চারদিকে বিভিন্ন বাসাবাড়িতে শিবিরকর্মীরা ভাড়াটে হিসাবে অবস্থান করছে। ক্যাম্পাস দখলের জন্য এর চারদিকে আগে থেকেই অবস্থান শিবিরের পুরনো স্টাইল। এই পদ্ধতির মাধ্যমেই জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিবির দখলে নেয়। এই রিপোর্ট পেয়ে সরকারের উর্ধতন মহল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। দেশের তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশ ছাত্রদল সমর্থক। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রভাব না রাখতে পারলে এই সমর্থন ধরে রাখা যাবে না। এ জন্য বিএনপি চাচ্ছে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জামায়াতপন্থী শিক্ষক কিংবা ছাত্রশিবিরের দখলে যাক। সরকারের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে বিএনপির অত্যন্ত আস্থাভাজন কয়েক শিক্ষককে বলা হয়েছে খাঁটি বিএনপিপন্থী শিক্ষক খুঁজে বের করতে। এ নিয়ে সাদা দলের একটি অংশের শুক্রবার বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত বৈঠক হয়েছে। সূত্র জানায়, এ বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি 'খাঁটি লোক' প্রসঙ্গটিও আসে। কাকে করা যেতে পারে পরবর্তী উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এ বিষয়টি সর্বাধিক প্রাধান্য পায়। কয়েক শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সাদা দল মূলত বিভিন্ন মতপথের শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত। এঁদের বড় অংশ সাবেক বাম ও জামায়াত সমর্থক। এ ছাড়া নতুন প্রজন্মের কিছু বিএনপি সমর্থক শিক্ষক রয়েছেন। কিন্তু সিনিয়র শিক্ষকদের মধ্যে অধিকাংশই সাবেক বাম। সরকার এঁদের মধ্য থেকেই কাউকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। কারণ জামায়াত সমর্থক শিক্ষককে উপাচার্য কিংবা উপ-উপাচার্য করলে সে ক্ষেত্রে ক্যাম্পাস শিবিরের দখলে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এখন আপাতত সরকার চাচ্ছে, আগে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হোক। তার পর সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলোতে নিয়োগ দেয়া যাবে।